বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি'র মাসিক (ডিসেম্বর ২০২১) বিবৃতি

২০২১ সাল শেষ করে আমরা নতুন বছরের পদার্পণে ফেডারেশনের পক্ষ হতে সকলকে আগামী বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ।

২০২১ সাল আমাদের জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সারা দেশে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বছর পালন করেছে।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এই বছরটি নানাবিধ সাফল্য গাঁথায় স্মরণীয় রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল ঘরের দর্শকদের সামনে 'সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশীপ' জয়ের গৌরব অর্জন করেছে। ফাইনালে ভারতকে পরাজিত করার মাধ্যমে একটি আকর্ষণীয় ফুটবলীয় ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রদর্শন করেছে।

এটা অবশ্যই আমার এবং বাফুফে ওমেন্স উইং এর জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত, ধন্যবাদ দিতে চাই ওমেন্স উইং এর চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণকে যিনি মহিলা ফুটবলের উন্নয়ন সাধনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে আসছেন।

২০২১ সালে সারাবিশ্ব একটি পরীক্ষামূলক সময় অতিবাহিত করে। আমরাও বছরের প্রায় পুরোটা সময় কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে অতিবাহিত করেছি। যা অনিবার্যভাবে আমাদের দৈনন্দিন ফুটবলীয় নানা কার্যক্রম তথা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করেছে; বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকেও দ্রুত মানিয়ে নিতে হচ্ছে।

স্বাস্থ্য খাতকে যথাযথভাবে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রম পশ্চাৎপদতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। ২০২০ এবং ২০২১ সালে যখন সমস্ত ক্রীড়া কার্যক্রম ও ইভেন্টগুলি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হয়েছিল তখন বাংলাদেশ ফুটবলের ক্ষেত্রেও ইহা ব্যতিক্রম ছিলনা। এটি সকলের জন্য একটি কঠিন সময় ছিল কিন্তু আমরা কৃতজ্ঞ যে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ অনেক শক্তিশালী ছিল ও আমরা সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকায় অসংখ্য প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি।

ফুটবলকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করেছে ফেডারেশন এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ। সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে যেভাবে কাজ করেছেন তার জন্য আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রথমত আঞ্চলিক, জাতীয় প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপ লীগ ও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ, বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল লীগ পুনরায় আয়োজন করার জন্য যেসব চ্যালেঞ্জ সামনে ছিল তা অত্যন্ত দক্ষতার সহিত আমরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি এবং ফুটবলের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছি।

করোনাকালীন সময়েও ভার্চুয়াল মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, রেফারি ও প্রশিক্ষকবৃন্দের সাথে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়। তৃণমূল ফুটবলে কর্মরত প্রশিক্ষকবৃন্দের জন্য কোচিং কোর্স অব্যাহত রাখছি। পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম আমরাই বাফুফে এএফসি প্রফেশনাল ডিপ্লোমা কোর্সের আয়োজন করি, যা এএফসি কর্তৃক অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছে। বাংলাদেশের তিনটি জেলায় ইতিমধ্যেই গ্রাসরুট অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেখানে প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিদিন ১২-১৬ বছর বয়সী প্রায় ২০০ এর অধিক ছেলে এবং মেয়ে ফুটবল প্রশিক্ষণ করে আসছে।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের গত মৌসুম স্থগিত হলেও কোভিড ১৯ মহামারীর বিরতির পরে মাঠে আবার ফিরে আসে বিপিএল। এটা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে একটি যথার্থ পরিকল্পনার জন্য, যার ফলাফল শুধু প্রতিযোগিতার জন্য নয়, ক্লাবসমূহও গ্রহণ করেছিল। সকল ক্লাবের খেলোয়াড়গণের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রটোকল নিয়াজিত ছিল। এজন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যারা সার্বক্ষণিকভাবে সর্ব রকম নিরাপত্তায় সহায়তা প্রদান করেন।

পারফরম্যন্সে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান 'Performance Intelligence Agency (PIA)' এর সাথে আমাদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলা এলিট একাডেমীতে স্পোর্টস সাইন্স, উন্নত কোচিং ও কারিগরি সক্ষমতার ব্যবহার বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে এলিট ইয়ুথ (পুরুষ ও মহিলা) একাডেমীর উন্নয়ন ও বিশ্বমানের কোচিং প্রণয়ণের ক্ষেত্রে ২০১৬ সাল থেকে ফেডারেশনের টেকনিক্যাল বিভাগের অবদান অসামান্য। আমি আশা করি কারিগরি দক্ষতায় বর্তমান ফুটবলের মান উন্নয়ন এবং একটি শক্তিশালী জাতীয় দল গঠন ও কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে ইহা ফলপ্রসূ হবে।

২০২১ সালে আমাদের উল্লেখযোগ্য কিছু সাফল্যঃ

১. বিভিন্ন আঞ্চলিক জাতীয় এবং পেশাগত প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং খেলার মানোন্নয়ন।
২. 'স্বাধীনবাংলা ফুটবল দল' কে সম্মাননা প্রদান।
৩. 'স্বাধীনতা কাপ ২০২১' সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজন এবং উক্ত প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে আবাহনী লিঃ ঢাকাকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি প্রদান।
৪. এলিট ইয়ুথ (পুরুষ ও মহিলা) একাডেমীর দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
৫. এএফসি এলিট একাডেমী স্কিমের আওতায় বাফুফে মহিলা একাডেমীর আবেদন।
৬. সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশীপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন এর পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-১৫ ও অনূর্ধ্ব -১৮ বয়সের মহিলা ফুটবলারদের ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন।
৭. বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন।
৮. মতিঝিলস্থ বাফুফে ভবনে শেখ কামাল এলিট ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন যা আমাদের খেলোয়াড়গণের উন্নয়নের জন্য একটি চমৎকার সুযোগ।
৯. ঢাকায় আয়োজিত এএফসি প্রফেশনাল ডিপ্লোমা কোর্স যা দেশের কোচিং ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের একটি অভূতপূর্ব সংযোজন।
১০. এএফসি থেকে আমাদের তৃণমূল ফুটবলের কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবে ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি।
১১. বাফুফে এএফসি গ্রাসরুট কোচিং কোর্স- যা নতুন প্রশিক্ষকবৃন্দের জন্য পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।
১২. সবার জন্য ফুটবল। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে তৃণমূল ফুটবলের আয়োজন।
১৩. রেফারি সাপোর্ট প্রোগ্রাম যা সার্বক্ষণিকভাবে সারা বাংলাদেশে চলমান রয়েছে।